Government of the people's Republic of Bangladesh

Ministry of Housing and Public Works

Urban Development Directorate

82 Segunbagicha, Dhaka-1000

PREPARATION OF DEVELOPMENT PLAN FOR MEHERPUR ZILLA

# REPORT ON ASSIGNMENT-2

**Summery / Assessment Report on LGED Meherpur Paurashava Master Plan (2017-2037)**

October 2024

Hafiza Nazneen Labonno

Junior Urban Planner

# Summary Report on Meherpur Paurashava Master Plan of LGED

মেহেরপুর পৌরসভা ভৈরব নদীর তীরে অবস্থিত যা মহাসড়কের মাধ্যমে ঢাকার সাথে সংযুক্ত এবং ১৭.৬০ বর্গ কিলোমিটার (৪,৩৪৯.০৪ একর) জুড়ে একটি এলাকা যা প্রতিদিন বাড়ছে। এই মহাপরিকল্পনার উদ্দেশ্য পৌরসভায় একটি উন্নয়ন নির্দেশিকা প্রদান যেখানে আগামী ২০ বছরে শহুরে উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে। যদি মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়, তবে এটি মৌলিক অবকাঠামো ও পরিষেবাদির বিকাশের মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবে।

**জনসংখ্যার অভিক্ষেপঃ**

২০১১ সালের বিবিএসের তথ্যমতে মেহেরপুর পৌরসভার মোট জনসংখ্যা ৪৩,১৩৩ জন। জনসংখ্যার অতীত তথ্যসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে এই এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই কম। জনসংখ্যার অভিক্ষেপের হিসাব মতে ২০৩৭ সালে পৌরসভার জনসংখ্যা হবে ৫৫,৫৮১ জন, অর্থাত ২৬ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মাত্র ১.১%। ২০১১ সালের তথ্য মতে পৌরসভার জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২৪৫১ জন, যা ২০৩৭ সাল নাগাদ ৩১৫৮ জন হবে ধারণা করা যায়।

**সমীক্ষা সমুহঃ**

পরিকল্পনা প্রণয়নের আগে চালানো সমীক্ষাগুলো হল-

- ভৌত অবকাঠামো জরিপ,
- ভূমি ব্যবহার জরিপ,
- ট্রাফিক ও পরিবহন জরিপ,
- টপোগ্রাফিক জরিপ,
- ড্রেনেজ জরিপ,
- দুর্যোগ ও পরিবেশগত অধ্যয়ন,
- সামাজিক অর্থনৈতিক অধ্যয়ন,
- আনুষ্ঠানিক ও ইনফরমাল অর্থনৈতিক অধ্যয়ন,
- আর্থিক বিনিয়োগ এবং প্রকল্প সনাক্তকরণ অধ্যয়ন।

**পৌরসভার বর্তমান অবস্থাঃ**

সমীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী, গবেষণা এলাকার সর্বোচ্চ শ্রেণীর জমি কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় যা মোট জমির ৬২.০৩% (২,৮১৯.২৭ একর)। জলাশয় তৃতীয় সর্বোচ্চ, যা মোট জমির ৪.৪৫% (২০২.১৩ একর) জুড়ে রয়েছে; আবাসিক উদ্দেশ্যে প্রায় ২৩.০৪% (১,০৪৭.০৮ একর) জমি ব্যবহৃত হয়। নয়টি ওয়ার্ডে মেহেরপুর পৌরসভার নিজস্ব পানি সরবরাহ ব্যবস্থা রয়েছে। পৌরসভার ১০০% ই বিদ্যুতের আওতায় রয়েছে। রাস্তায় আলোকসজ্জার সুবিধাও এই এলাকায় সন্তোষজনক। ভৌত অবকাঠামো জরিপ অনুসারে, পৌরসভার অর্ধেকেরও বেশি কাঠামো পাকা (স্থায়ী কাঠামো), আধা-স্থায়ী (আধা-পাকা) কাঠামো ৩৩.৭০%। পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক সড়ক হল-কুষ্টিয়া-মেহেরপুর মহাসড়ক, চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর মহাসড়ক, মুজিবনগর সড়ক। পৌরসভাতে মোট ১২০.৪০ কিমি রাস্তা রয়েছে (পাকা সড়ক ৫২.৪০ কিমি, কাঁচা সড়ক ৪৫ কিমি এবং এইচবিবি সড়ক ২৩ কিমি)। রাস্তার পাশে খাল, নিচু জলাশয় এবং পুকুরের উপস্থিতির কারণে পৌরসভায় প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা বিরাজ করছে। মোট নিষ্কাশন নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ৩৬.২২ কিমি, এর মধ্যে ১১.২২ কিমি পাকা এবং ২৫ কিমি কাঁচা।

**কাঠামো পরিকল্পনা (২০১৭-২০৩৭):**

মেহেরপুর পৌরসভার ভূমি ব্যবহারকে বর্তমানে (২০১৭) কোন কাঠামো পরিকল্পনায় ভাগ করা হয়নি। আগামী ২০ বছরের জন্য যে কাঠামো পরিকল্পনা নিরূপন করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

| *কাঠামো পরিকল্পনার ভূমির শ্রেণীবিভাগ* | *আয়তন (একর)* | *আয়তন (বর্গ কিমি)* | *শতকরা %* |
|---|---|---|---|
| *কৃষি অঞ্চল* | ১,৬২৮.১৬ | ৬.৫৯ | ৩২.৭৬ |
| *যোগাযোগ নেটওয়ার্ক* | ৩০০.৩৬ | ১.২২ | ৬.০৪ |
| *কেন্দ্রীয় অঞ্চল* | ৫৭৫ | ২.৩৩ | ১১.৫৭ |
| *নতুন উন্নয়ন এলাকা* | ১,৬৫৪.৪৭ | ৬.৭ | ৩৩.২৯ |
| *বর্ধিত অঞ্চল* | ৪২৩.১৪ | ১.৭১ | ৮.৫১ |
| *সংরক্ষিত এলাকা* | ১৭.৩৯ | ০.০৭ | ০.৩৫ |
| *গ্রামীণ এলাকা* | ১৯৭.১২ | ০.৮ | ৩.৯৭ |

| *কাঠামো পরিকল্পনার ভূমির শ্রেণীবিভাগ* | *আয়তন (একর)* | *আয়তন (বর্গ কিমি)* | *শতকরা %* |
|---|---|---|---|
| *জলাশয়* | ১৭৩.৯৯ | ০.৭ | ৩.৫ |
| *মোট এলাকা* | ৪,৯৬৯.৬৩ | ২০.১৩ | ১০০ |

সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন কানুন ও নীতিমালা পর্যালোচনা করে মেহেরপুর পৌরসভার স্থানিক উন্নয়নের জন্য কাঠামো পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত নীতিগুলোর সুপারিশ করা হয়েছে-

- বাসস্থানসহ কৃষি জমি, নগর ও সংরক্ষিত অঞ্চল ভিত্তিক উন্নয়ন ।
- অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ।
- বিক্ষিপ্ত অঞ্চলসমূহে পর্যাপ্ত নগর সুবিধা সরবরাহ।
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নয়ন।
- বস্তিবাসীর পুনর্বাসন।
- সক্ষমতার মাধ্যমে উন্নয়ন।
- নতুন উন্নীত নগর অঞ্চলের উন্নয়ন।
- নগরায়নের জন্য সরকারি (খাস) জমির সর্বোত্তম ব্যবহার।
- কৃষি অঞ্চল সংরক্ষণ।
- জলাধার সংরক্ষণ।

**ভূমি ব্যাবহার পরিকল্পনাঃ**

কাঠামো পরিকল্পনাকে যে চারটি স্থিতিকালে ভাগ করা হয়েছে- ২০১৭-২০২২, ২০২৩-২০২৭, ২০২৮-২০৩২ এবং ২০৩৩-২০৩৭ সাল। এর মধ্যে প্রথম দুইটি স্থিতিকাল ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার অন্তর্গত যা ২০১৭-২০২৭ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। নিম্নে বর্তমান ও ২০২৭ সালে প্রক্ষেপিত ভূমি ব্যাবহারের তুলনা দেওয়া হলোঃ

| *ভূমির ব্যাবহার* | ২০১৭ (%) | ২০২৭ (%) | পরিবর্তন (%) |
|---|---|---|---|
| *কৃষি জমি* | ৬২.০০ | ৫৬.০৩ | -৫.৯৭ |
| *আবাসিক এলাকা* | ২৩.০৪ | ১৬.৯৭ | -৬.০৭ |
| *বাণিজ্যিক,* | ০.৯০ | ০.৭২ | -০.১৮ |
| *উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ এলাকা* | ১.২৯ | ১.২৮ | -০.০১ |
| *সড়ক যোগাযোগ নেটওয়াক* | ১.৮১ | ৩.২৪ | ১.৪৩ |
| *সংরক্ষিত এলাকা* | ৫.৩২ | ৫.৭৯ | ০.৪৭ |
| *মিশ্র ব্যবহার অঞ্চল* | ১.০৬ | ৮.৪৬ | ৭.৪০ |
| *অন্যান্য পরিষেবাদি* | ৪.৫৮ | ৭.৫১ | ২.৯৩ |

প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার শ্রেণীর আওতায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আবাসিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্বল্প মূল্যের আবাসন, বয়স্কদের জন্য আবাসন এবং পুনর্বাসনের জন্য জমি রয়েছে যা টেকসই উন্নয়নের নির্দেশনা দেয়। ১ একরের একটি বাজারকে পুরোপুরি বাণিজ্যিক অঞ্চল হিসাবে ব্যবহারের প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় পরিবহন নেটওয়ার্ক, পরিবহন সুবিধা, ইউটিলিটি পরিষেবা, বিনোদনমূলক সুযোগ সুবিধা এবং শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারে বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। কাউন্সিলরদের অফিস, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, নার্সিং হোম এবং ডিসপেনসারি, মানসিকভাবে অসুস্থ শিশুদের জন্য স্কুল, পুলিশ ফাঁড়ি, কমিউনিটি বিনোদন ক্লাব ইত্যাদি একাধিক পরিষেবা কেন্দ্রে বিভিন্ন পরিষেবা পাওয়া যাবে। প্রকল্প এলাকায় একটি স্কুল, একটি কলেজ, একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি কারিগরি দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্র এবং একটি তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র প্রস্তাব করা হয়েছে।

**নগর সেবা পরিকল্পনাঃ**

বর্তমানে মেহেরপুর পৌরসভায় সরকারি ও বেসরকারি ভাবে ৬০টি শিক্ষা ও গবেষণা কাঠামো, ১৫ টি স্বাস্থ্যসেবা কাঠামো, মাত্র ৪ টি বিনোদনমূলক সুবিধা এবং ৭১ টি কমিউনিটি সার্ভিস কাঠামো রয়েছে। শিশু-বান্ধব এবং নারী-বান্ধব নগর- ধারণাটি বিবেচনা করে কিছু পরিকল্পনা করা হয়েছে। ফুটপাত ও গণশৌচাগারে মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা, পার্ক ও নদীর ধারে আলাদা বসার স্থান, প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাঁটার দূরত্বে খেলার মাঠ থাকতে হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস বাজার ও প্রশাসনিক সুবিধাগুলো সরবরাহ করবে। অধিকন্তু, কয়েকটি একাধিক পরিষেবা ভবনও প্রস্তাবিত হয়েছে, যার মধ্যে একটি সুপার মার্কেট, কমিউনিটি সেন্টার,

বাচ্চাদের খেলার জায়গা, আইটি কেন্দ্র, সম্মেলন কক্ষ, কমিউনিটি ক্লিনিক, গণগ্রন্থাগার, পার্কিংয়ের জায়গা, বাণিজ্যিক স্থান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বর্তমান ও প্রস্তাবিত নগরসেবা সমূহ নিচে বর্ণিত হলোঃ

| সুবিধা | বিভাগ | বিদ্যমান সংখ্যা | ২০৩৭ এর সম্ভাব্য সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| **শিক্ষা সুবিধা** | প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১২ | ৫ |
| | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৬ | ০ |
| | কলেজ | ৫ | ০ |
| | কারিগরি ইনস্টিটিউট | ১ | ১ |
| | বিশ্ববিদ্যালয় | ০ | ১ |
| | অন্যান্য (মাদ্রাসা) | ১৩ | ২ |
| **স্বাস্থ্য সুবিধা** | উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র / হাসপাতাল | ২ | ১ |
| | স্বাস্থ্য কেন্দ্র / মাতৃসদন কেন্দ্র | ৮ | ৬ |
| **বিনোদনমূলক সুবিধা** | খেলার মাঠ | ১ | ০ |
| | পার্ক / খোলা জায়গা | ০ | ৬ |
| | এলাকা ভিত্তিক পার্ক | ০ | ৩০ |
| | স্টেডিয়াম | ১ | ১ |
| | সিনেমা হল | ১ | ২ |
| **কমিউনিটি সুবিধা** | মসজিদ / মন্দির / গির্জা | ৬৯ | ০ |
| | ঈদগাহ | ৭ | ০ |
| | কবরস্থান | ২ | ০ |
| | কমিউনিটি কেন্দ্র | ১ | ৩ |
| | থানা | ১ | ২ |
| | অগ্নি নির্বাপণ | ১ | ২ |
| | ডাকঘর | ১ | ০ |
| | **দুর্যোগকালীন আশ্রয় কেন্দ্র** | ০ | ২৮ |

**পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাঃ**

আঞ্চলিক ও স্থানীয় প্রয়োজন বিবেচনা করে নতুন রাস্তা ও পরিবহন অবকাঠামোর জন্য অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি সকল নাগরিকের জন্য নিরাপদ, সাশ্রয়ী, সর্বজনীন এবং টেকসই মাল্টি-মোডাল পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। সমীক্ষা অনুযায়ী সড়কের বর্তমান অবস্থাঃ

| সড়কের শ্রেণী বিভাগ | দৈর্ঘ্য (কিমি) | % |
|---|---|---|
| পাকা | ৭০.৭১ | ৬১ |
| আধা পাকা | ২৩.৪৭ | ২০ |
| কাঁচা | ২১.৫৯ | ১৯ |
| মোট | ১১৫.৭৭ | ১০০ |

২০ ফুট প্রস্থের প্রায় ৫৯.৪২ কিলোমিটার সড়ক প্রস্তাব করা হয়েছে। এই সড়কগুলোর মধ্যে ৫৮.৩৬ কিলোমিটার ২০ ফুটের চেয়েও কম যা প্রশস্ত করা প্রয়োজন। বাকি ১.০৬ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়। ৩০ ফুট প্রস্থ এর ৩.১৫ কিলোমিটার নতুন সড়ক এবং ১৯.১৩ কিলোমিটার বিদ্যমান সড়ক প্রশস্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ৪০ ফুট প্রস্থ এর ৭.২ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ এবং ২৫.৫৮ কিলোমিটার প্রশস্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ৬০ ফিটের ৪.০২ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ প্রস্তাব করা হয়েছে। মোট প্রস্তাবিত সার্কুলেশন নেটওয়ার্ক ভূমি ব্যবহার ২৯৯.৩৭ একর, বর্তমানে ৮২.৬০ একর রয়েছে। প্রস্তাবনা অনুযায়ী সড়কের সংখ্যা ও সর্বোচ্চ প্রস্থ নিচের ছকে দেওয়া হলোঃ

| সড়কের শ্রেণী বিভাগ | সংখ্যা | সর্বোচ্চ প্রস্থ |
|---|---|---|
| প্রাথমিক সড়ক | ৩ | ৬০ |

| | | |
|---|---|---|
| মাধ্যমিক সড়ক | ২০ | ২০ |
| টারশিয়ারি সড়ক | ৩৯ | ১৫ |

এছাড়াও সাইকেল এবং মোটর সাইকেলের জন্য প্রস্তাবিত সাইকেল লেনের প্রস্থ সাধারণত ১.২ মিটার থেকে ১.৫ মিটার যা সড়ক ডিজাইনের একটি অংশ। পরিকল্পনায় ২ টি ফুটপাত, সংযোগ সড়ক এবং নিরবিচ্ছিন্ন লিঙ্ক এর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বিদ্যমান বাস টার্মিনালটি যদি যথাযথ নীতিমালা (প্রস্তাবনায় আলোচিত) বজায় রাখে এবং আধুনিকীকরণ করা হয় তবে তা যথেষ্ট। বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে ওয়ার্ড-০৯, ঢাকা- মেহেরপুর মহাসড়কে লোডিং ও আনলোডিং সুবিধা সহ ৪.১২ একর একটি ট্রাক টার্মিনাল এবং ১.৭৩ একর এর একটি হেলিপ্যাড ওয়ার্ড নং ০৭ এ প্রস্তাব করা হয়েছে।

**নিষ্কাশন ও উপযোগ সেবা পরিকল্পনাঃ**

মেহেরপুর পৌরসভায় নিষ্কাশন সমস্যার সমাধানে মানবসৃষ্ট ড্রেন স্থাপনের পাশাপাশি জিয়ালার খাল ও কাজলা নদীর সংলগ্ন খাল প্রশস্তকরণ ও সংস্কারের প্রয়োজন। পৌরসভায় রাস্তার পাশের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। । ওয়ার্ড নং ০১, ০২, ০৬ এবং ০৭, ০৮ এর পশ্চিমাংশ এবং ০৯ এর উত্তরাংশ এর গৃহস্থালির বর্জ্যের পানি এবং ভূমির উপরিভাগের পানি রাস্তার ড্রেন দিয়ে ভৈরব নদীতে নিষ্কাশিত হয়। পৌরসভাতে প্রাথমিক নিষ্কাশন পথের মোট দৈর্ঘ্য ১০.৫০ কিমি এবং সেকেন্ডারি ড্রেন ২৫.৮ কিমি। এছাড়া টারশিয়ারি অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিষ্কাশন পথের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৯৬ কিমি। পৌরসভার বর্তমান ও প্রস্তাবিত নিষ্কাশন পথের দৈর্ঘ্য নিচে দেওয়া হলোঃ

| নিষ্কাশন পথের শ্রেণী বিভাগ | ২০১৭ (কিমি) | ২০২৭ (কিমি) |
|---|---|---|
| প্রাথমিক | ১০.৫০ | ২৬.৪৩ |
| সেকেন্ডারি | ২৫.৮০ | ১১.৭৯ |
| টারশিয়ারি অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিষ্কাশন পথ | ১৯৬.১৩ | |

পৌরসভার বিল এবং পুকুরে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে পরিশোধনের মাধ্যমে পানীয় জল হিসাবে ব্যবহারে উৎসাহিত করা হয়েছে। মেহেরপুর পৌরসভার ১০০% এলাকা বিদ্যুতের আওতায় রয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ উপভোগ করার জন্য আরও বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র বা বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এবং গ্যাস সংযোগ স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

**পানি সরবরাহের জন্য পরিকল্পনাঃ**

পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৪৮ টি হাত নলকূপ এবং ৪ টি গভীর নলকূপ চলমান রয়েছে। এই গভীর পাম্পগুলো প্রতিদিন ৫.৪ মিলিয়ন লিটার পানি তুলতে পারে। পৌরসভার তথ্য অনুযায়ী মোট ৩,৭৬৭ টি পানির সংযোগ রয়েছে এবং ১৪৯ টি বাণিজ্যিক পানির সংযোগ রয়েছে। জরিপের উত্তরদাতাদের মধ্যে পৌরসভায় ৭৫.৬৭% পানি সরবরাহ এলাকার বাইরে বসবাস করে এবং ২৪.৩৩% এই সেবা প্রদানকারী এলাকায় বসবাস করে।

মাথাপিছু পানি গ্রহণের পরিমাণ ১২০ লিটার প্রতিদিন, প্রযুক্তিগত ক্ষতি ২০% এবং শিল্প / বাণিজ্যিক চাহিদা ২০ ধরে ২০২৭ সাল পর্যন্ত পানির চাহিদা গণনা করা হয়েছে। এই গণ্না অনুযায়ী বর্তমানে (২০১৭) পানির চাহিদা ৭৬,০৮,৩৮৪ লিটার এবং ২০২৭ সালে প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার অভিক্ষেপ অনুযায়ী পানির চাহিদা হবে ৮৩,৮৭,৯০৪ লিটার। পানির চাহিদার অভিক্ষেপ হতে দেখা যায় যে ২০২৭ সাল নাগাদ পৌরসভায় প্রতিদিন পানির চাহিদা হবে ৮.৪ মিলিয়ন লিটার। সুতরাং আগামী দশ বছর পর পৌরসভায় ৩ মিলিয়ন লিটার পানির ঘাটতির সম্মুখীন হবে।

ভবিষ্যতের জন্য বিদ্যমান পানি সরবরাহের নেটওয়ার্কসহ একটি নতুন পানি সরবরাহ নেটওয়ার্কের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিদ্যমান পাইপলাইনগুলো সম্প্রসারণ এবং পানির বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদার জন্য একটি নতুন ওভারহেড পানির ট্যাঙ্কের পাশাপাশি উৎপাদন কূপ সরবরাহের প্রস্তাবনাও দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত পানি সরবরাহ লাইনগুলোর ব্যাস ১৫০, ২০০ এবং ২৫০ মি.মি. নির্মাণ করতে হবে। ২০২৭ পর্যন্ত আনুমানিক দৈর্ঘ্য হবেঃ

- ১৫০ মি.মি. ব্যাস = ২০.৬৫ কি.মি
- ২০০ মি.মি. ব্যাস = ১৬.৬১ কি.মি
- ২৫০ মি.মি. ব্যাস = ৬২.২০ কি.মি

এছাড়াও পরিশোধনের মাধ্যমে বিল এবং পুকুরের পানি পানযোগ্য করা যেতে পারে। এই জলাশয়গুলো শিল্প বর্জ্য থেকে বর্জ্য বা গৃহস্থালির বর্জ্য দ্বারা দূষণ থেকে রক্ষা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জন্য প্রধান জলাধার সংরক্ষিত হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

**কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনাঃ**

মেহেরপুর পৌরসভায় ৫টি আবর্জনা সংগ্রহের ট্রাক রয়েছে। পৌরসভা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন এলাকায় আবজর্নার স্তুপ থেকে ময়লা সংগ্রহ করে। পৌরসভার বিভিনড়ব স্থানে ৬ টি বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্রের প্রস্তাবনা প্রদান করেছে। এলজিইডি ইতিমধ্যেই ২০২৬ পর্যন্ত উৎপাদিত কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে। এলজিইডি ইতিমধ্যেই একটি স্যানিটারি ল্যান্ডফিলের প্রস্তাবনা প্রদান করেছে। এজন্য প্রয়োজনীয় জমি ইতিমধ্যেই পৌরসভার মালিকানাধীন হয়েছে। মেহেরপুর পৌরসভাতে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় জমির হিসাব সারণী তে দেওয়া হলোঃ

| উন্নয়নমূলক প্রস্তাবসমূহের নাম | আয়তন (একর) | উন্নয়নমূলক প্রস্তাবসমূহের নাম | আয়তন (একর) |
|---|---|---|---|
| স্যানিটারি ল্যান্ডফিল | ৪.৭৫ | বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র-৪ | ০.২৪ |
| বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র-১ | ০.২৬ | বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র-৫ | ০.২৬ |
| বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র-২ | ১.২৭ | বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র-৬ | ০.১৮ |
| বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র-৩ | ০.২৬ | | |

**পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাঃ**

ভৌগোলিকভাবে, মেহেরপুর জেলা গঙ্গা নদীর প্লাবনভূমিতে অবস্থিত এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল ধারাবাহিক রৈখিক খাদ এবং খাঁজের সমন্বয়ে গঠিত। জমে থাকা বৃষ্টির জল এবং ভূগর্ভস্থের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে এই জেলায় অগভীর মৌসুমী বন্যা দেখা দেয়। । মেহেরপুর অঞ্চলের জলবায়ু ক্রান্তীয় আর্দ্র (আর্দ্রতা প্রায় ৭৫%), গড় তাপমাত্রা ৩০.৪° C এবং গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১,৩১৬ মিলিমিটার। মেহেরপুর জেলায় কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রাকৃতিক বন নেই। বায়ু দূষণের ৩৯.১৩% খোলা বর্জ্য থেকে উৎপাদিত হয়েছে, কালো ধোঁয়া থেকে ৩৪.৭৮%, খোলা ড্রেন থেকে ৮.৭০%, ধূমপানের জন্য ৪.৩৫% এবং ৪.৩৫% প্লাস্টিকের সামগ্রী পোড়ানোর ফলে, ১৮% জল দূষণ ঘটে শিল্পকর্মের কারণে, খোলা জায়গায় কঠিন বর্জ্য নিষ্পত্তির ফলে মাটি দূষণ হয়, ৭২% শব্দ দূষণ হয় মোটরচালিত যানবাহনের জন্য। ফলস্বরূপ, সমতলভূমি, উন্মুক্ত স্থান, কৃষিজমি, নদী, খাল, পুকুর এবং নালাগুলোকে মেহেরপুরের পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। মেহেরপুরে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলো মূলত- বর্ধিত বৃষ্টিপাত, বৃষ্টিপাতের ফলে নিষ্কাশন প্রবাহে বাধা, বন্যা, মৎস্য ও কৃষি কার্যক্রম, পৌরসভার নাগরিকদের জন্য জল সরবরাহ ব্যবস্থায় ব্যাঘাত, এবং নগর পরিবহনের অবকাঠামো, নিষ্কাশন ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য এবং শক্তি সরবরাহের সাথে জড়িত চ্যালেঞ্জগুলোকে আরও বাড়িয়ে তোলে।
দ্রুত নগরায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের জন্য বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পন্থা গ্রহণ অপরিহার্য; যেমন- পৌরসভার অভিযোজন এবং স্থিতিস্থাপকতা উন্নত করা, পৌর বর্জ্য, জলাভূমি, নিষ্কাশন ব্যবস্থা, বন্যা ও জলাবদ্ধতা, যানজট, এবং দুর্যোগের তীব্রতা/ক্ষয়ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা।

উপরোক্ত সকল প্রস্তাবনাগুলো নিচের সরণিতে একিভূত করে দেওয়া হলোঃ

| বিভাগ | প্রস্তাবিত মোট ইউনিট (নতুন ও পুরাতন) | প্রস্তাবনা | সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| আবাসিক এলাকা | ৭২০ একর | স্বল্পমূল্যের আবাসন প্রকল্প | ১ টি |
| | | বৃদ্ধনিবাস | ১ টি |
| বাণিজ্যিক এলাকা | ৮৮.৬৯ একর | এলাকাভিত্তিক বাজার | ১ টি |
| শিল্প এলাকা | ৭৫.৬৩ একর | কৃষিভিত্তিক শিল্প | ১ টি |
| | | হাই-টেক পার্ক | ১ টি |
| ড্রেন | ৫৬.৭৮ কিমি | জিয়ালার খাল ও অন্যান্য খাল | ১.৫০ কিমি |
| | | নতুন | ২১.৬২ কিমি |
| | | নতুন ও সংস্কার | ১১.০৬ কিমি |

| বিভাগ | প্রস্তাবিত মোট ইউনিট (নতুন ও পুরাতন) | প্রস্তাবনা | সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| | | সংস্কার | ২২.৬০ কিমি |
| রাস্তা | ১৪৩.৪৩ কিমি | নতুন | ২৭.৬৭ কিমি |
| | | প্রশস্তকরণ | ৪৬.১৪ কিমি |
| | | প্রশস্তকরণ ও সংস্কার | ৬৮.৪৮ কিমি |
| | | সংস্কার | ১.১৪ কিমি |
| ফুটপাত | ১৪.২৫ কিমি | নতুন | ১৪.২৫ কিমি |
| ট্রাক টার্মিনাল | ৪.১২ একর | নতুন | ১ টি |
| হেলিপ্যাড | ১.৭৩ একর | নতুন | ১ টি |
| পার্ক | ৫০.৪২ একর | নতুন ও গড় পুকুর সংস্কার | ৪ টি |
| স্যানিটারি ল্যাণ্ডফিল | ৪.৭৫ একর | নতুন | ১ টি |
| সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন | ২.৪৭ একর | নতুন | ৬ টি |
| কসাইখানা | ০.৩৬ একর | নতুন | ১ টি |
| গণশৌচাগার | ০.৬৫ একর | নতুন | ৬ টি |
| মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্র | ০.৬৭ একর | নতুন | ১ টি |
| একাধিক পরিষেবা কেন্দ্র | ১.৪৪ একর | নতুন | ৯ টি |
| স্টেডিয়াম | ৭ একর | নতুন | ১ টি |
| প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯.৯৭ একর | নতুন | ১ টি |
| কলেজ | ১২.৪৮ একর | নতুন | ১ টি |
| মেহেরপুর প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ৫ একর | নতুন | ১ টি |
| মহিলাদের জন্য প্রযুক্তিগত দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্র | ১.০১ একর | নতুন | ১ টি |
| প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রযুক্তিগত দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্র | ০.৬৮ একর | নতুন | ১ টি |
| হাসপাতাল | ১০ একর | নতুন | ১ টি |

উপরোক্ত সকল বিষয় সমূহ আলোচনা ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এলজিইডি কর্তৃক প্রণীত মেহেরপুর পৌরসভা মহাপরিকল্পনাটি যথেষ্ট বাস্তব সম্মত ও সময় উপযোগী। পরিকল্পনাটিতে আবাসিক ভূমির পরিমাণ কমিয়ে কম্প্যাক্ট টাউনশিপ ও মিশ্র ভূমি ব্যবহার বাড়ানোর যে সুপারিশ করা হয়েছে তা বাস্তবায়ন করতে আরও বিস্তারিতভাবে আবাসিক এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কিভাবে নবায়নযোগ্য হবে তা নিয়ে আলোচনা দরকার। প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পিছনে যথাযথ যুক্তি ও বিশ্লেষণের ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য সকল পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা বর্ধিত জনসংখ্যার বিবেচনায় সঠিক প্রতিপন্ন হয়।